18 AUG 2016

দৈনিক
ইত্তেফাক

চবির আরবি বিভাগের ৪৯ শিক্ষার্থী নিখোঁজ!

■ চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও গুলশান হামলার অপারেশন কমান্ডার নূরুল ইসলাম ওরফে মারজান ওরফে ফাহাদের আরবি বিভাগেই ৪৯ জন শিক্ষার্থী নিখোঁজ রয়েছেন। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী ইত্তেফাককে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আমরা আজ ৪৯ অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার বরাবর লিখিতভাবে জমা দিয়েছি। এদের মধ্যে বিভিন্ন বর্ষে পুনঃভর্তি হননি এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫ থেকে ১৮ জনের মত। তবে বাকিরা পুনঃভর্তি হওয়ার পরেও দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত রয়েছেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. কামরুল হুদা জানান, আরবি বিভাগের অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর তালিকা এখনো আমাদের কাছে এসে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

প্রথম পৃষ্ঠার পর চবির আরবি বিভাগের

পৌঁছায়নি। এটি একাডেমিক শাখায় রয়েছে। আমাদের হাতে আসার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আরবি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ১ম বর্ষে অনুপস্থিত রয়েছেন,৫ জন, ২য় বর্ষে ১৩ জন, তৃতীয় বর্ষে ১০ জন, চতুর্থ বর্ষে ১৬ জন এবং মাস্টার্সে অনুপস্থিত রয়েছেন ৫ জন। তবে ১ম বর্ষ ও মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ছাড়া বাকি বর্ষে পুনঃভর্তি হননি এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫-১৮ জন।

উল্লেখ্য, গুলশান হামলার অপারেশন কমান্ডার চবির আরবি বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তিনি ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি নিখোঁজ শিক্ষার্থীদের যে তালিকা পুলিশকে দেয় সেখানে মারজানের নাম ছিল না। ওই তালিকায় ছিল মাত্র ৬ জনের নাম। তবে পুলিশ তদন্ত করে দেখতে পায় নিখোঁজ শিক্ষার্থীরা সকলেই নিরীহ। গত মঙ্গলবার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর চবি কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে দেখতে পায় মারজান আরবি বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তবে সে নূরুল ইসলাম নামে বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। ক্যাম্পাসে সে পরিচিত ছিলেন ফাহাদ নামে।

এদিকে, চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার নূরেআলম মিনা দাবি করেছেন মারজানসহ গুলশান হামলার কয়েকজন 'মাস্টারমাইন্ড' পুলিশের নজরদারিতেই রয়েছে। গতকাল বুধবার চট্টগ্রাম জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, গুলশান হামলার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড মারজান। সে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। আমি খবর নিয়ে জানলাম দেড় বছর আগে থেকে সে পড়ালেখা ছেড়ে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছয় মাস আগে তার ছাত্রত্ব বাতিল করেছে। সে পুলিশের নেটওয়ার্কের মধ্যে আছে। তার সাথে আছে আরো দুই তিনজন মাস্টারমাইন্ড। আমার বিশ্বাস তারা ধরা পড়ে যাবে।

শিবিরের প্রতিবাদ

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর আলী আজগর চৌধুরী ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিভিন্ন শিক্ষকের বরাত দিয়ে মঙ্গলবার ও বুধবার বিভিন্ন গণমাধ্যমে 'মারজান' শিবিরের সাথী ছিলেন এমন সংবাদ প্রকাশ পায়। গতকাল বুধবার এ বিষয়ে একটি প্রতিবাদ লিপি দিয়েছে শিবির। এতে শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মু. বোরহান কবির সানি ও সেক্রেটারি আসাদুল্লাহ বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে আমরা হতবাক। তিনি বলেছেন, গুলশান হামলার মাস্টারমাইন্ড মারজান নামধারী নূরুল ইসলাম শিবিরের সাথী ছিল এবং ল্যাপটপে লিস্টে তার নাম আছে। তার এই বক্তব্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জঙ্গি মারজান অথবা নূরুল ইসলাম নামের কোনো ব্যক্তির সাথে শিবিরের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ বিষয়ে প্রক্টর আলী আজগর চৌধুরীর কাছে জানতে চাইলে তিনি ইত্তেফাককে বলেন, মারজান শিবিরের সাথী ছিল কিনা তা আমরা পুলিশের তথ্যের ভিত্তিতে গণমাধ্যমকে জানাই। এতে আমার কোনো ব্যক্তিগত মতামত ছিল না।